219307 - যারা মলিাদুন্নবী পালনকে মুস্তাহাব মনে করনে তাদরে নকিট সটেি শরয়ি ইবাদত

প্রশ্ন

আমি জানি, ইসলামে ইবাদত হসিবে যা কছিুর নব উদ্ভাবন করা হয় সটো- বদিআত। এটা যদি সঠকি হয় তাহলে আমরা মলিাদকে বদিআত বলছি কনে? মলিাদ একটি সাধারণ অনুষ্ঠান; এর সাথে ইবাদতরে কোন সম্পর্ক নইে। কউে কউে দললি দনে য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরে জন্য শুধু দুইটি ঈদ বা উৎসবরে বধিান দয়িছেনে। এ দুইটি ঈদ ছাড়া আর কোন উৎসব উদযাপন করা যাবে না। আমি এখানে পুনরায় বলতে চাই- মলিাদ একটি সাধারণ অনুষ্ঠান; এতে তো কোন ইবাদত সম্পর্কতি কোন রওেয়াজ রীতি নইে। এটি অন্য যে কোন জন্মদবিস পালনরে মত।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ। নবীর মলিাদ বা জন্মদবিস পালন নছিক কোন অনুষ্ঠান নয় য, এর সাথে ইবাদতরে কোন সম্পর্ক নইে। বরং যারা পালন করে তাদরে কাছে এটি "ধর্মীয় ঈদ বা উৎসব" তারা আল্লাহর নকৈট্য লাভরে উদ্দশ্যে তা পালন কর। এর ব্যাখ্যা নম্নি তুলে ধরা হলো। এক:

যারা এটি পালন করে তারা নবীর ভালবাসা থকেে পালন করে থাক। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসা সবচয়েে উত্তম ইবাদত, এটি ইসলামরে সবচয়েে মজবুত ভত্তিি। সুতরাং এ চতেনা থকেে যা পালন করা হয় সটো নঃিসন্দহেে ইবাদত হসিবেইে পালন করা হয়। তাই বলা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ তাঁকে সবচয়েে বশেি ভালবাসতনে, বশেি সম্মান করতনে, তাঁর অধকিার সম্পর্কে পরবর্তীদরে চয়েে বশেি ওয়াকবিহাল ছলিনে। সুতরাং তাঁদরে নকিট যা কছিু দ্বীনরে অংশ ছলি না; সটো তাঁদরে পরওে দ্বীন হসিবে সাব্যস্ত হব না।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ ভত্তিি দয়িে ঐ সমস্ত ব্যক্তদিরে বপিক্ষে দললি পশে করছেনে যারা মসজদিে গোল হয়ে বসে সম্মলিতিভাবে পাথর টুকরা দয়িে গুণে গুণে যকিরি করা শুরু করছেলি: ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে রয়ছেে আমার প্রাণ; তোমরা কি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রজন্মরে চয়েে উত্তম কোন প্রজন্মরে মধ্যে আছ? নাকি তোমরা পথভ্রষ্টতার দরজা উন্মোচন করছ!! তারা বলল: আবু আব্দুর রহমান, আমাদরে উদ্দশ্যে নকেরি কাজ করা। তনিি বললনে: কত লোক এমন আছে য ভাল কাজ করতে চায় কন্তিু সঠকি দশিা পায় না।[সুনানে দারমেী ২১০]

দুই:

প্রতি বছর নির্দিষ্ট কোন মৌসুম উদযাপন করাটাই ঈদ বা উৎসব। এটি ধর্মীয় নিদর্শন। এ কারণে দেখা যায় ধর্মাবলম্বীরা তাদের উৎসব পালনকে পবিত্র জ্ঞান করে এবং সেটা উদযাপন করে।

শাইখ নাসের আল-আকল (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন:

ঈদ বা উৎসব ধর্মীয় নিদর্শন ও ইবাদত; যেমন- কিবলা, নামায, রোজা। এগুলো নিছক অভ্যাস নয়। এসব ক্ষেত্রে কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ ও অনুকরণ অতি মারাত্মক ও ভয়াবহ। অনুরূপভাবে যে উৎসব পালন করার বিধান আল্লাহ দেননি সেটা জারী করা মানে আল্লাহর নাযিলকৃত ওহির বাইরে গিয়ে বিধান দেয়া, আল্লাহর নামে ইলম ছাড়া কথা বলা, তাঁর নামে মিথ্যাচার এবং ধর্মের মধ্যে নবআবিষ্কার। [ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম, পৃষ্ঠা-৫৮ থেকে সমাপ্ত]

তিনি:

আবু দাউদ (১১৩৪) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় এলেন সে সময় মদিনাবাসীরা বিশেষ দুটি দিনে খেলাধুলা করত। (তা দেখে) তিনি বললেন: “এ দুটি দিনের বিশেষত্ব কি?” তারা বলল: আমরা জাহেলী যুগেও এ দুটি দিনে খেলাধুলা করতাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি বললেন: “আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এ দুই দিনের পরিবর্তে আরও ভাল দুটি দিন দিয়েছেন- ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর।”[আলবানী সহিহ সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

যদি কোন উৎসব পালন অভ্যাসগত ব্যাপার হত, এর সাথে ইবাদতের কোন সম্পর্ক না থাকত, কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যের কোন বিষয় না থাকত তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে খেলাধুলা ও আনন্দ-ফুর্তি করতে দিতেন। যেহেতু বৈধ খেলাধুলা ও আনন্দ-ফুর্তি করতে কোন অসুবিধা নেই। সুতরাং খেলোচ্ছলে কোন উৎসব উদযাপন করা থেকে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বারণ করলেন, যে উদযাপনের মধ্যে নৈকট্য বা উপাসনার কিছু ছিল না অতএব, নৈকট্য ও ইবাদতের নিয়ত, বা এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে অথবা এর উপর ভিত্তি করে যদি সেটা উদযাপন করা হয় তাহলে সেটার হুকুম কি হতে পারে? যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি আমাদের বিষয়ের মধ্যে নতুন কিছু চালু করে যা এতে নেই সেটা প্রত্যাখ্যাত।”[সহিহ বুখারী (২৬৯৭) ও সহিহ মুসলিম (১৭১৮)]

আল্লাহই ভাল জানেন।